"মিষ্টি বাচ্চারা - অর্ধ কল্প ধরে যে ৫ বিকারের ব্যাধি আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল, সেই ব্যাধি এখন দূর হল কি হল, তাই অপার খুশিতে থাকতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদেরকে কোন্ শখ অবশ্যই রাখতে হবে ? কোন্ বিষয়ের সঙ্গে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই ?

*উত্তরঃ - অদ্বিতীয় বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার শখ রাখতে হবে। মানুষের অনেক রকমের শখ থাকে। তোমাদেরকে এখন সেগুলো ছেড়ে দিতে হবে। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছ, বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। তাই শরীর সম্বন্ধীয় সবকিছু ভুলে যেতে হবে। উদরপূর্তির জন্য ২টো রুটি কেবল আর বুদ্ধি নতুন দুনিয়ার সাথে যুক্ত করতে হবে।

*গীতঃ- যার সাথী স্বয়ং ভগবান তাকে থামাবে আঁধি আর তুফান ?...

ওম্ শান্তি । যারা অনন্য মহাবীর অটল সন্তান, তারা বুঝতে পারে যে মনের মধ্যে অনেক রকমের ঝড় আসবে এবং অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রোগ-ব্যাধিও আসবে। কারণ এখন অন্তিম সময়। মায়া সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করবে। যারা নিশ্চয়বুদ্ধি পাকা বাচ্চা, তারা বুঝতে পারে যে শরীরের হিসাব পত্রও মিটবে। যখন কোনো ব্যাধি সেরে যাওয়ার সময় হয়, তখন খুশি হয়। এখন আমরা এই ব্যাধি থেকে মুক্ত হব। তোমরা জানো যে আর খুব কম সময় আছে। অর্ধেক কল্প ধরে এই ৫ বিকারের ব্যাধি হয়েছে। এর দ্বারা মানুষ অজামিলের মতো পাপী হয়ে গেছে। আর মাত্র কিছুকালই এই দুনিয়া থাকবে। শীঘ্রই এই ব্যাধি সেরে যাবে। দুনিয়ার মানুষ এইসব কথা জানে না। ওদের বুদ্ধি হল আসুরিক। ওরা আর্তনাদ করবে। তোমরা সেইসব ঘটনা দেখবে। এইসব বিষয়ের সঙ্গে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো কোনো নতুন কথা নয়। এগুলো তো অবশ্যই হবে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আর কিছুকাল মাত্র । উদরপূর্তির জন্য দুটো রুটি খেতে হবে। এখন আমাদের একটাই হবি (শখ) - বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। এখানের আর কোনো হবি নেই। শরীর সম্বন্ধীয় সবকিছু ভুলে যেতে হবে। আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি। এখন বাবার কাছে বা সাজনের কাছে ফিরে যেতে হবে। এই সাজন হলেন বিচিত্র। বিচিত্র হওয়ার জন্য তাঁকে সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারো না। এ হল নতুন কায়দা। আত্মা অনুভব করে পরমাত্মাকে স্মরণ করতে হবে। এইভাবে অর্ধেক কল্প ধরে কখনোই স্মরণ করোনি। সত্যযুগে কেবল এটা বুঝতে যে আমি আত্মা, এছাড়া কোনো জ্ঞান ছিল না। আমি আত্মা একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। এই দুনিয়ায় তো আত্মাকেই পরমাত্মা বলে দেয়। পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে দেয়। এখন এই পুরাতন দুনিয়া তোমাদের জন্য নয়। বুদ্ধি নুতন দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। যেমন নতুন ঘর বানানো হলে বুদ্ধির যোগ পুরাতন ঘর থেকে ছিন্ন হয়ে নতুন ঘরের সঙ্গে লেগে যায়। এত ধর্মের মানুষ এখন কনফারেন্স ইত্যাদি করে কিন্তু এক জনেরও বুদ্ধি পরমপিতা পরমাত্মার সাথে যুক্ত নয়। এখন তোমরা বাবাকে পেয়েছো যিনি তোমাদের শেখাচ্ছেন। তিনিই হলেন জ্ঞানেশ্বর এবং যোগেশ্বর, ঈশ্বর অর্থাৎ যিনি তাঁর সাথে যোগযুক্ত হওয়া শেখাচ্ছেন। জ্ঞানেশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যেই জ্ঞান আছে। একমাত্র তিনি জ্ঞান এবং যোগ শেখাতে পারেন। যাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে - তারা-ই বোঝে যে এই দুনিয়াতে আমরা অল্প সময়ের জন্য আছি। আমাদের এখন ফিরে যেতে হবে। নাটকের অভিনেতারা জানে যে তারা কেবল সেখানে আছে অল্প সময়ের জন্য এবং তারপর তারা বাড়ি ফিরে যাবে। তারা তাদের ঘড়ি দেখতে থাকে। তোমাদের হলো সীমাহীন ঘড়ি, তোমরা জানো এটা হলো অন্তিম জন্ম। সুতরাং তোমাদের তো অনেক খুশি হওয়া উচিত - আমাদের এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে গিয়ে বিশ্বের প্রিন্স-প্রিন্সেস হতে হবে। আমাদের মাম্মা বাবাও গিয়ে প্রিন্স-প্রিন্সেস হবেন। বাচ্চাদেরও ভালো রেস করে বিজয় মালাতে সামনের নম্বরে আসা উচিত। বাবাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে বাবা বলতে পারেন - তোমার আচরণ এমনই যার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, অবশ্যই বরাবর তুমি বিজয় মালাতে কাছাকাছি আসবে। নিজেরাও বুঝতে পেরে যাবে আমরা কতটা পাশ করব। কেউ কেউ তো মনে করে যে, আমরা কখনোই পাশ করব না। যদিও বাবার বাচ্চা হয়েছি, সবকিছু সমর্পণ করেছি, বাবার কোলে বসেছি কিন্তু ধারণা না হলে উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারব না। যারা ঘর-পরিবারে থেকে সেবা করছে, তারা এখানে যারা রয়েছে তাদের তুলনায় ভালো পদ প্রাপ্ত করতে পারে। দেখে বোঝা যায় - এ খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বাবার সাথে থাকলে অনেক লাভ হয়। সাগরে মেঘ আসে, ভরে যায় এবং তারপর বর্ষণ করতে যায়। মুরলী তো সমস্ত জায়গায় পাঠানো হয়। মুরলী শুনে তারপর অন্যদেরও শোনাও। যারা অনেক সেবা করে তারা ভালো উঁচু পদ প্রাপ্ত করে, এতে পরিশ্রম প্রয়োজন। এখানে পরিশ্রম না করলে পড়ে যাবে। সবকিছু পুরুষার্থের ওপরে

নির্ভর করে। নিজেই নিজের নাড়ি পরীক্ষা করতে হবে। বুঝতে পারবে, এই পুরুষার্থের দ্বারা আমি কী পদ প্রাপ্ত করবো ! এখন পুরুষার্থ করে উঁচু পদ প্রাপ্ত না করলে প্রত্যেক কল্পে সেরকমই পদ প্রাপ্ত করবে। এটা হলো সীমাহীন ড্রামা। তোমাদের এখন সীমাহীন বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। ড্রামার আদি-মধ্য-অন্ত'কে জানার মধ্যে অনেক আনন্দ রয়েছে। কিন্তু মায়ার ঝড় এমনই যে কিছু না কিছু ভুল করতে বাধ্য করে। ভালো ভালো বাচ্চাদের মায়া জয় করে নেয়। এগিয়ে যেতে-যেতে অনেক বৃদ্ধি হবে। তোমাদের নাম মহিমান্বিত হবে। দিল্লিতে এখন রিলিজিয়াস কনফারেন্স হয়। কনফারেন্সে বোঝানোর জন্য খুব ভালো বুদ্ধির প্রয়োজন। চিঠিপত্রও খুব ভালো ভাবে তৈরী করে নেওয়া উচিত । হেড যারা, তারা প্রথমে ছোট কমিটির বৈঠক করে, তারপর বড় কনফারেন্স করে থাকে । পোপ ইত্যাদিদের জন্য প্রথম থেকেই সব ব্যবস্থা করা থাকে। কনফারেন্সে এইসব বিষয়ের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে । সুতরাং এই ধরনের কনফারেন্সে খুব বুদ্ধিবান বাচ্চাদের প্রয়োজন, যারা খুব ভালো ভালো বুদ্ধিবান ব্যক্তিদেরকে বোঝাতে পারে। প্রথমে তো এটা ঠিক যে, হেড কে ? এখন তো বাবাও এসে গেছেন - এর আগে তো কেউ দেবী-দেবতা ধর্মকেই জানত না। এখন খুশি হয় যে, দেবী-দেবতা ধর্মেরও হেড রয়েছে। যারা জ্ঞানে পরিপক্ক তারা মনে করে, এখন আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, সব ধর্মের মধ্যে উচ্চ ধর্ম কোনটি বলো ? সেই ধর্মকেই হেড করা উচিত। তোমরা বি.কে-রা হলে সবথেকে হেড, তোমরা হলে জগতের মাতা। মাতাদেরই মর্যাদা রয়েছে। দেখানো হয় - কুমারীরা বাণ মেরেছে ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদিদের। এই কুমারীদের সামনে সবাইকে আসতে হবে। এটা বোঝাতে হবে যে, উঁচুর থেকেও উঁচু কে ? তারা তখন বুঝবে যে, সর্বব্যাপীর জ্ঞান মিথ্যা। এখন তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছো। বাবার পরিচয় দেওয়া - তোমাদের জন্য কোনো নতুন বিষয় নয়। ভালো ভালো যে বাচ্চারা রয়েছে তাদের নেশা চড়ে রয়েছে - এই পার্ট তো আমি অনেক বার প্লে করেছি। এখন এই পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে। এই পুরাতন শরীর ত্যাগ করতে হবে এবং নতুন করে এসে পার্ট প্লে করবে। এখন তোমাদের বুদ্ধি বিশাল হয়ে গেছে। এখন এই পুরাতন শরীর ত্যাগ করতে হবে, তারপর ৮৪ জন্মে নতুন নতুন শরীর ধারণ করবে। এটা সর্বদা বুদ্ধিতে থাকা উচিত - প্রত্যেক পার্টধারীর তো নিজের নিজের পার্ট জানা দরকার তাই না ! ৮৪ জন্ম নিয়ে পার্ট প্লে করেছো। এখন খেলা শেষ হচ্ছে এবং এই শরীরও এখন জরাজীর্ণ। সৃষ্টিও তমোপ্রধান। এখন আমাদের রাজত্ব স্থাপন হলে বিনাশ শুরু হবে। পরের জন্মে আমরা গিয়ে বিশ্বের মালিক হবো। এখানে যারা পড়াশোনা করে সেই প্রাপ্তি এই জন্মেই প্রাপ্ত হয়। তোমাদের এখন স্মরণ এসেছে, আমরা গিয়ে দেবতা জন্ম নেব এবং তারপর ক্ষত্রিয় জন্ম নেব। এটা বুদ্ধিতে চলা উচিত, তবেই খুশির পারদ ঊর্ধ্বমুখী থাকবে। যারা ভালো পুরুষার্থী তাদের বুদ্ধিতে এইরকম বিষয় চলতেই থাকবে।

বাবা বুঝিয়েছেন - কর্ম তো করতেই হবে। তারপর নিজের স্মরণের চার্টকে বাড়াতে হবে। রাতের সময়টা খুব ভালো, এতে কোনো ক্লান্তি নেই। সারাক্ষণ ওই অবস্থায় না থাকতে পারলে ঝড় আসে এবং ক্লান্ত করে দেয়। না চাইলেও ঝড় চলে আসে, ক্লান্ত করে দেয় । যাইহোক বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, টপিক ইত্যাদি বের করতে থাকো, তাহলে তাতে মাথা আরও পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এটা হলো বাবার অনুভব। ঝড়ঝঞ্ঝা তো অনেক আসবে। তোমরা যত শক্তিশালী হবে মায়া তত বেশি পতনের চেষ্টা করবে, এটাই নিয়ম । বাবা বলেন - মায়া খুব শক্তিশালী, কারণ সে এখন তার রাজত্ব হারাচ্ছে তাই অনেক ঝড় তুলবে । তাকে ভয় পেও না। যদি তোমাদের শারীরিক কিছু হয় তাহলে সেটা হলো কর্মভোগ। এতে বিভ্রান্ত হয়ো না। এটা হলো অন্তিম শরীর। বাকি অল্প সময় রয়েছে, এটা মনে রেখে খুশিতে থাকো। ড্রামাতে এই সময়ে তোমরাই সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী, কারণ পরমপিতা পরমাত্মার কোল পেয়েছো। তোমাদের মধ্যেও যারা ভালো পুরুষার্থী তাদের মতো সৌভাগ্যবান কেউ নেই। এই ঈশ্বরীয় সুখ অনেক উঁচু। তোমরা বোঝাতে পারো ভারতই স্বর্গ ছিল, এটা অবিনাশী ভূমি, তখন আর অন্য কোনও ধর্ম ছিল না। তারা তো পরে এসেছে। সূর্যবংশী রাজত্ব পাস্ট হলে তারপর চন্দ্রবংশী রাজত্ব হয়। এর হিস্ট্রি-জিওগ্রাফিকে কেউ জানে না। এখন তোমরা জেনেছো। ওখানে কি আর কেউ জানে যে, সত্যযুগের পরে ত্রেতা হলে দু কলা কমে যাওয়ার কারণে সেই সুখও কমে যায় ! এই জ্ঞান সত্যযুগে থাকলে মনের মধ্যেই ধাক্কা খেতে থাকবে। বিবেক দংশন করবে, আমরা কি আবার নেমে আসবো ! তাহলে রাজত্ব ভালো লাগবে না। এখানেও কেউ কেউ বলে আমরা সত্যযুগের মালিক হবো, তারপর আবার নীচে নামতে হবে। কিন্তু ওখানে রাজত্ব প্রাপ্তির খুশি রয়েছে। এখন বাবা তোমাদের ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ যাঁরা স্বর্গের মালিক, তাঁরাও ত্রিকালদর্শী নয়। সঙ্গমযুগেই বাবা এসে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করে ত্রিকালদর্শী বানান। দেবতাদের এই সমস্ত অলংকার কেন দেওয়া হয় ? কারণ তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ব্রাহ্মণদের তো উত্থান-পতন চলতেই থাকে। তাদেরকে অলংকার কীভাবে দেওয়া যেতে পারে ! শোভা পায় না। ড্রামাতে কত ওয়ান্ডারফুল রহস্য রয়েছে। ব্রাহ্মণরাই হলো স্বদর্শন চক্রধারী। এই জ্ঞানের দ্বারাই তোমরা দেবী-দেবতা হও। এই সময়ে তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী, ত্রিনেত্রী এবং ত্রিকালদর্শী। এ'সব হলো তোমাদের টাইটেল। এইসব বিষয় বুঝতে হবে এবং অন্যদেরও বোঝাতে হবে। প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কী সম্বন্ধ রয়েছে ? ওঁনার নাম হলো গড ফাদার। এইরকম কি আর বলবে গড

ফাদার হলেন সর্বব্যাপী ! তিনি তো হলেন বাবা, তাই না ! আমরা এমনকি লিখি, পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে আপনার কী সম্বন্ধ ? পরমপিতা বলছেন, তাহলে অবশ্যই তিনি হলেন পিতা, তাই না ! বাবা কীভাবে সর্বব্যাপী হতে পারেন ! বাবার থেকে তো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা হলেন নতুন দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা। লক্ষ্মী-নারায়ণ নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। ওখানে দেবতাদের তৃতীয় নেত্রের প্রয়োজন হয় না। অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারাই তৃতীয় নেত্র দেন। ত্রিমূর্তির অর্থ কত সুন্দর ! খুব ভালো উপায়ে বোঝাতে হবে। যারা ভালো ওস্তাদ হবে, তাদের বোঝানোর অভ্যেস থাকবে। দিনে-দিনে কাউকে বোঝানো সহজ হয়ে যাবে। পরমপিতা পরমাত্মা আপনার কে ? তারা বলবে যে তিনি তাদের পিতা। বাবা হলেন নতুন দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা। সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। অবশ্যই তাঁরা পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকেই সম্পদ পেয়েছেন। রাজযোগ শিখে রাজত্ব প্রাপ্ত করেন। আমরা সবাই হলাম বি. কে. । কাউকে বুঝিয়ে বলো - আচ্ছা, তোমরা বলো প্রজাপিতা ব্রহ্মা; সুতরাং তিনি হলেন তোমাদের পিতা তাই না ! তিনিও (শিব) হলেন পিতা। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। আমরা দাদার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি, তোমরা প্রাপ্ত করছো না। এসে বোঝো, পুরুষার্থ করো তাহলে তোমাদেরও প্রাপ্ত হবে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং জগদম্বা, দু'জন হলেন মুখ্য। উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় - লক্ষ্মী-নারায়ণ পদ। বাচ্চাদের বিভিন্ন উপায়ে বোঝানো হয়, তোমরা বাচ্চারা যখন বড় বড় কনফারেন্সে যাবে তখন তোমাদের নাম মহিমান্বিত হবে। আমাদের হলো জ্ঞানের বিষয়, অন্য সকলের হলো ভক্তির বিষয়। কাউকে প্রশ্ন করার জ্ঞানের অথারিটি আমাদের আছে। কিন্তু যারা বুঝতে চায় তারাও দ্রুত বুঝতে পারে না, অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা বলে। যদি তারা বুঝতে পারে, তারা তাদের প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলবে। লেখা আছে যে কুমারীরা ভীষ্ম পিতামহকে জয় করেছে, এটা ঘটবেই। ড্রামাতে এই পার্ট অবশ্যই রয়েছে।

আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বিজয় মালাতে আসতে হলে মাম্মা বাবার সমান সেবা করতে হবে। মুরলী ধারণ করে অন্যদের শোনাতে হবে। আচরণ খুব রয়্যাল রাখতে হবে।

২) নিজের বিশাল বুদ্ধির দ্বারা এই অসীম ড্রামাকে জেনে অপার খুশিতে থাকতে হবে। ঝড়ঝঞ্ঝা দেখে ভয় পাবে না। জ্ঞান মন্থনের দ্বারা বুদ্ধিকে পরিপূর্ণ রাখতে হবে।

বরদানঃ- বিপরীত ভাবনাকে সমাপ্ত করে অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করে শুভভাবনা সম্পন্ন ভব

জীবনে উড়তি কলা বা অবতরণ কলার আধার হলো দুটি বিষয় - ভাবনা এবং ভাব। সকলের প্রতি কল্যাণের ভাবনা, স্নেহ-সহযোগ দেওয়ার ভাবনা, সাহস-উৎসাহ বৃদ্ধির ভাবনা, আত্মিক স্বরূপের ভাবনা বা আপন মনে করার ভাবনাই হলো শুভভাবনা। যাদের এমন ভাবনা আছে তারা-ই অব্যক্ত স্থিতিতে স্থির হতে পারে। যদি এর বিপরীত ভাবনা থাকে তাহলে স্থূল অনুভূতি নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। যেকোনো প্রকারের বাধা-বিঘ্নের মূল কারণ হলো এই বিপরীত ভাবনা।

স্লোগানঃ- সর্বশক্তিমান বাবা যার সাথে আছেন, মায়া তার সামনে পেপার টাইগার।

লভলীন স্থিতির অনুভব করুন -

যার প্রতি ভালোবাসা থাকে, তার যা ভালো লাগে আমরা সেটাই করি। বাবা বাচ্চাদের আপসেট হয়ে যাওয়া পছন্দ করেন না, এইজন্য কখনো এটা বলবে না যে, কি করতে পারি, অবস্থা এমনই ছিল যার কারণে মন খারাপ হয়ে গেল... যদি আপসেট হওয়ার অবস্থাও আসে, তোমরা নিজেদের স্থিতিকে আপসেট হতে দেবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;